আমার দুঃখিনী বর্ণমালা

লিখেছেন **আরিফ খান মিরণ**

১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের সংবিধান প্রবর্তিত হয়। সংবিধানের ৩ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়, 'প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা'। তারপর থেকেই সংবিধানের এই নির্দেশ সামনে রেখে বাংলাদেশের সর্বস্তরে বাংলাভাষা প্রয়োগের জন্য প্রয়াস ও কাজ চলতে থাকে। স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় সকল বিষয়ে বাংলা চালু হয়। সরকারি-বেসরকারি অনেক অফিসেও বাংলায় কাজ কর্ম শুরু হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞান, প্রকৌশল, আইন ইত্যাদি বিষয়ে পর্যাপ্ত বইয়ের অভাবে পুরোপুরি বাংলা চালু সম্ভব হয়নি। সুপ্রিম কোর্টে বিচার পতিদের রায় ইংরেজিতেই লেখা হতে থাকে। তবে জেলা ও তার নিজের আদালতে বাংলা ও ইংরেজি এই উভয় ভাষাই চালু থাকে। অর্থাৎ সংবিধানে বাংলা ভাষা পর্যাপ্ত স্বীকৃতি পাওয়া সত্ত্বেও বাস্তব জীবনে আমরা সকল ক্ষেত্রে বাংলাকে প্রয়োগ নিশ্চিত করতে পারিনি। এই অবস্থায় ১৯৮৭ সালে 'বাংলাভাষা প্রচলন আইন' জারি হয়। এই আইনে আমাদের ভাষাবিষয়ক কী বলা আছে তা আমরা দেখব।

'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩ নম্বর অনুচ্ছেদের বিধানকে পূর্বরূপে কার্যকর করার উদ্দেশে এ আইন প্রণীত। এই আইনের নাম হবে 'বাংলা ভাষা প্রচলন আইন, ১৯৮৭'। এটি অবিলম্বে বলবৎ হবে। এই আইন অনুসারে বাংলাদেশের সবখানে তথা সরকারি অফিস, আদালত, আধা-সরকারি-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান দ্বারা বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ ছাড়া অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে নথি ও চিঠিপত্র আইন আদালতের সওয়াল জবাব এবং অন্যান্য আইনানুগত কার্যাবলী অবশ্যই বাংলা লিখতে হবে।

উপরে উল্লিখিত কর্মস্থলে যদি কোনো ব্যক্তি বাংলা ভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় আবেদন বা আপিল করেন তাহলে তা বেআইনি ও অকার্যকর বলে গণ্য হবে। যদি কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী এই আইন অমান্য করেন তাহলে এমন কাজের জন্য তিনি সরকারি কর্মচারী শৃঙ্খলা ও আপিল বিধির অধীনে অসদাচরণ করেছেন বলে গণ্য হবে। এবং তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী শৃঙ্খলা ও আপিল বিধি অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

কিন্তু সমস্যা অন্য জায়গায়। বাংলা ভাষা প্রচলন আইনে বলা হয়নি যে 'দেশে প্রচলিত অন্য কোনো আইনে যাই কিছু থাকুক না কেন বাংলা ভাষাই সর্বত্র ব্যবহৃত হবে।' এই কথাটি এই আইনে না থাকার ফলে অন্য কোনো আইনে ভাষা সম্পর্কে যা বলা আছে সেগুলো অকার্যকর হয়ে যায়নি। উল্লেখ্য যে, দেওয়ানি ও ফৌজদারি কার্যবিধি অনুসারে আদালতে বাংলা ছাড়া ইংরেজিও চলতে পারে। বাংলা ভাষা প্রচলন আইনে দেওয়ানি ও ফৌজদারি কার্যবিধির ঐ ধারাগুলোকে বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়নি। ফলে সর্বত্র ব্যবহারের জন্য বাংলাই একমাত্র ভাষা নয়। এ বিষয়ে একটি মামলা হয়েছিল। ১৯৯১ সালের ২৮ নবেম্বর হাইকোর্ট বাংলা ভাষা প্রচলন বিষয়ে একটি রায় দেন। কয়েকজন ব্যক্তি ইংরেজি ভাষায় লিখিত আরজি দেওয়ানি আদালতে পেশ করেন। বিবাদী পক্ষ আদালতে এই মর্মে অভিযোগ করেন যে বাংলা ভাষা প্রচলন আইন জারি হওয়ার পর আর বাংলা ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় লিখিত আরজি আদালতে গ্রহণযোগ্য নয়। দেওয়ানি আদালত বিবাদীর এই আবেদন অগ্রাহ্য করে। তারপর বাদীগণ বিষয়টি পরীক্ষার জন্য হাইকোর্টে আবেদন করে। হাইকোর্ট বিষয়টি পরীক্ষার সময় বাংলা ভাষা প্রচলন আইনের পাশাপাশি আরো দুটি আইন বিবেচনায় আনেন। ঐ দুটি আইন হলো দেওয়ানি কার্যবিধি ও ফৌজদারি কার্যবিধি। বাংলা ভাষা প্রচলন আইনে বলা হয়েছে বাংলা ছাড়া অন্য কিছুই গ্রহণযোগ্য নয় আর বাকি দুটি আইনে বলা আছে দুটোই গ্রহণযোগ্য। এই হলো সমস্যা। এখন হাইকোর্ট কী বলবেন। হাইকোর্ট বললেন যেহেতু বাংলা ভাষা প্রচলন আইনে এমন কোনো ঘোষণা নেই যে এই আইন বলবৎ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ সম্পর্কিত অন্য আইনে যাই বলা থাকুক না কেন বাতিল বলে গণ্য হবে- তাই বাংলাই একমাত্র ব্যবহৃত ভাষা নয়।

বাংলা ভাষা প্রচলন আইন অবশ্য নতুন আইন এবং সাধারণত নতুন আইন পুরাতন আইনকে রদ করে, কিন্তু রদ করতে হলে নতুন আইনে সেই রদের অধিকার থাকতে হবে। আইনের ভাষায় একে বলে Non obstante Cluse বাংলা ভাষা প্রচলন আইনে এই ক্লজ নেই। বাংলা ভাষা প্রচলন আইন জারির আগে ইংরেজি ভাষাও আদালতের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল। সুতরাং ইংরেজিকে তৎকালীন দখলি ভাষা বলা যায়। ঐ দখল থেকে তাকে তাড়াতে হলে নতুন আইনে মজবুত বিধান থাকা প্রয়োজন। সে রকম বিধান নতুন আইনে নেই। বাংলা ভাষা প্রচলন আইনে বলা হয়েছে যে, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য সরকার ইচ্ছা করলে বিধি প্রণয়ন করতে পারবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের কোনো সরকার মহোদয়ই বিধি প্রণয়নের কাজটি করেননি।

শুধু আইন প্রণয়ন করে বসে থাকলেই হবে না- কাজ আরো বাকি আছে। এখন পর্যন্ত আমাদের ভাষার জন্য আমরা একটি অভিন্ন 'বানানরীতি' বাধ্যতামূলক করতে পারিনি। রাস্তাঘাটে যত্রতত্র বানান ভুলের যে বাহার দেখা যায় তা বোধকরি পৃথিবীর অন্য কোনো ভাষায় সম্ভব নয়। দেশের অধিকাংশ মানুষ বাংলায় কথা বলে এজন্য এ ভাষার কোনো বিপদ নেই এমনটা ভাবা হবে বোকামীও। পশ্চিম বঙ্গের তো অধিকাংশ লোক বাংলা ভাষাভাষি। কিন্তু অন্য ভাষার আগ্রাসন এতো বেশি যে, সরকার বাধ্য হয়ে কয়েক বছর আগে বাংলা ব্যবহারের জন্য আইন করে। এই আইন অনুযায়ী রাস্তার বিলবোর্ডগুলো পর্যন্ত বাংলায় লেখা বাধ্যতামূলক।

আমাদের সংবিধান বাংলাকে মর্যাদা দিতে ত্রুটি করেনি। সংবিধানের ৩ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে বাংলা হবে প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা আর ১৫৩ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে ... বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।' (... in the event of conflict between the Bengali and the English text, the Bengali text shall prevail) ।

me¯‡i evsjv fvlv cPjb I e¨envi‡i AvBb‡bi c‡qvM Ki‡Z n‡e fvlvi ¯v‡_B| Z‡e we‡`kx we‡klZ Bs‡iwR eRb K‡i bq|